দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 AUG 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

শিশু শিক্ষা

প্রখ্যাত দার্শনিক রুশো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "এমিল"-এর মধ্যে সুনিপুণভাবে দেখিয়েছেন জীবনের একাদশ বর্ষ পর্যন্ত বালক এমিল কেমন করে কৃত্রিমতামুক্ত, প্রাকৃতিক ও কঠোর নিয়মাবলীমুক্ত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করে তার মানসিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটাতে পেরেছিল। দার্শনিক রুশোর থিওরির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে একথা স্বীকার্য, শিশুদের শিক্ষা হবে স্বাধীন ও প্রকৃতিনির্ভর এবং সেখানে কৃত্রিমতা কিংবা বাধাধরা কঠোর নিয়মাবলী থাকবে না। শিশুমন কোমল বিধায় তাদের শিক্ষাজীবনের শুরু কঠোরতার মধ্য দিয়ে করা হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভালোবাসা ও আন্তরিক সহায়তা দিয়ে শিক্ষাদান করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে সে শিক্ষা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে সে শিক্ষা তাদের চারিত্রিক, মানসিক তথা সার্বিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। বয়সের পরিপক্কতাকে অগ্রাহ্য করে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে অতি কঠোরতা কিংবা অতি নিয়মের বোঝা সৃষ্টি করা যুক্তি সমীচীন নয়। মূল কারণ হল অবস্থা হিতে বিপরীত।

বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধিবোধে শিশু শিক্ষাদান পদ্ধতি বিভিন্ন। কেউ সুষ্ঠু মানসিকতা গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে সেইভাবে শিশুদের শিক্ষিত করে তুলতে আগ্রহী হন। আবার অনেকেই শাসনের মাত্রা বাড়িয়ে শিশুদের শিক্ষিত করে তুলতে আগ্রহী হন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কথা থেকে যায়। নিয়ম-শৃংখলা বোধের দিকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। তবে শিক্ষার সাথে মনের সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের দিকে দৃষ্টিভঙ্গী আরো প্রসারিত করা দরকার। অপ্রত্যাশিত অতিরিক্ত শাসনের বোঝা কিংবা বিদ্যার বোঝা বাড়িয়ে তোলা কাম্য নয়। শিশু শিক্ষায় একঘেয়েমী ভাব দূরীকরণের জন্য এবং তাদের সহজাত প্রতিভার বিকাশের জন্য চাই আনন্দের সাথে শিক্ষাদান। কেননা আনন্দের সাথে যে শিক্ষা গ্রহণ করা হয় তা অধিক কার্যকরী।

বস্তুত শৈশব থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার মাধ্যমেই শিশুর ব্যক্তিত্ব বোধ। সচরিত্র এবং আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে। দেখা যায়, যেসব শিশুরা অনাদরে-অবহেলায় গড়ে উঠে পরবর্তী জীবনে তাদের ব্যক্তিত্ব কিংবা আত্মবিশ্বাস খুব কমই জন্মে। আজকের শিশুই আগামী দিনের নাগরিক। আজ যে শিশুটি ছোট হয়তো সেই আগামীতে বিকশিত করবে বিশাল প্রতিভা।

তাই সুযোগ দিতে হবে। যত্নবান হতে হবে তাদের প্রতি। শিক্ষা দিতে হবে স্নেহের সাথে, ধৈর্যের সাথে, যত্নের সাথে, ভালোবাসার সাথে।

—ফাতীম নাজ স্বর্ণা